আজকের কাগজ

তারিখ ... 16 FEB 1994 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

69

ছাত্র-রাজনীতি ও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস

ছাত্র রাজনীতি। ছোট দু'টো শব্দ কিন্তু এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অসীম। সাধারণ অর্থে ছাত্ররা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্যে ছাত্র রাজনীতি করে ইতিহাস সে সাক্ষ্যই দেয়। ১৯৫২, ১৯৭১, ১৯৯০-এর প্রত্যেকটি আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্ররা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংযুক্ত। ছাত্ররা যদি সম্পৃক্ত না হত কোন আন্দোলনই সফল হতো না। বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে বিরাজ করছে এক নৈরাজ্যকর ও সন্ত্রাসী তৎপরতা। রাজনীতির মুখ্য বিষয় হবে নীতি ও আদর্শ, সন্ত্রাস নয়, অথচ সেটাই হচ্ছে। অনেকে মনে করেন, ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করলেই শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দূরীভূত হবে। তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেন ভুল নিম্নে সেটার ব্যাখ্যা রয়েছে এবং সন্ত্রাস কিভাবে প্রতিরোধ হতে পারে সেটাও ঃ

১। ছাত্র রাজনীতির অর্থ ব্যাপক। এর অর্থ নিজেদের অসুবিধার জন্যে আন্দোলন। ছাত্রদেরকে আদর্শ, নীতি ও যুক্তি দিয়ে রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, অস্ত্র দিয়ে নয়। রাজনীতিকে রাজনীতি দিয়ে মোকাবেলা করার চেষ্টা করতে হবে।

২। অনেকেরই মতামত, দেশের রাজনৈতিক দলগুলো যদি শিক্ষাঙ্গনে তাদের ছাত্র সংগঠনকে বিলুপ্ত করে তবে শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস হবে না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা অত্যন্ত কঠিন কাজ। তবে যে কোন দলের নেত্রীকে তার কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে। কর্মীদের হাতে অস্ত্র নয় রাজনীতির আদর্শ তুলে দেয়া হলে সন্ত্রাস এমনিতেই কমে আসবে।

৩। দেশের অনেক বিদ্যাপীঠে শিক্ষকরা ছাত্রদের রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করেন। রাষ্ট্রে যে কোন নাগরিকের নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাধারা থাকবে তাই বলে শ্রদ্ধেয় শিক্ষকরা নিজেদের মতামত অন্যের উপর যাতে চাপিয়ে না দেয় সেজন্য তাঁদেরকে আত্মসচেতন হতে হবে।

৪। একথা বলতে দ্বিধা নেই, বর্তমানে ছাত্ররা রাজনীতি করছে টাকার জন্য, কোন আদর্শের ভিত্তিতে নয়। প্রভাবশালী মহলকে এই কালো টাকা বিতরণ বন্ধ করতে হবে। স্মরণ রাখা উচিত, একটা মেধাবী ছাত্রকে ব্যবহার করে তার জীবনটা নষ্ট করে দিচ্ছেন। সে যদি আপনার সন্তান হতো, পারতেন কি?

৫। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীকে এদের প্রতিরোধ করতে হবে মনে রাখা উচিত; প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাই শুধু সন্ত্রাসী নয় বহিরাগতের সংখ্যাই বেশি। প্রয়োজনবোধে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তপক্ষের উচিত পরিচয়পত্র চ্যালেঞ্জ করা, পুলিশ প্রশাসনেরও এটা করা উচিত।

৬। পুলিশের নাকের ডগার উপর দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী খুন হয়ে যায়, তারা নীরবে দাঁড়িয়ে দৃশ্য উপভোগ করে। পুলিশ প্রশাসন যদি ক্যাম্পাসের নিরাপত্তাই নিশ্চিত করতে না পারে তবে ক্যাম্পাসে তাদের থাকার কোন যৌক্তিকতা আছে কি? সুতরাং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ক্যাম্পাস হতে পারে নিরাপদ।

শাহরিয়ার পারভেজ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।